International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.01-09
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.01-09

মঙ্গলকাব্যে আদিকল্প ও বিশ্বজনীনতার সন্ধান

অনন্যা নস্কর

পি এইচ. ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Folk literature is a wealth of a country. It developed over a long period of time. It's an oral tradition. Many similarities can be observed in the folklore of all over the world.

Carl Jung states that The 'collective unconscious' is experience of many people over a long period of time and The 'personal unconscious' was experienced by the individual, Carl Jung called it 'superficial layer of the unconscious'; he also said that 'contents of the collective unconscious' are 'archetypes'. Humans are a part of the larger society. From the ancient time human have acquired some common experiences and knowledge. Those universal common experiences and knowledge are active among society and individuals as well.

'Mangalkavya' was an oral literature in its earliest form; just like folk literature. The experiences of the society is present in these stories. That is why just like folk literature, 'Mangalkavya' also contains universal stories, archetype, type- motifs etc. The main purpose of this article is to find out the elements of folk literature in 'Mangalkavya'.

Keywords: 'Mangalkavya', Folk literature, 'Archetypes', Oral literature, Type- Motif Index.

রূপকথা ও লোককথায়, দেখা যায় একই ধরণের ঘটনা বা কাহিনী। কিছু ঘটনা বা বিষয় লোকসাহিত্যে দেশ-কাল নিরপেক্ষ ভাবে বারে বারে উপস্থিত হয়েছে।

> 'Another well known expression of the archetypes is myth and fairy tale, but here to we are dealing with forms that have received a specific stamp and have been handed down through long periods of time. The term "archetype" thus applies only indirectly to the "representations collectives'[i]

বিখ্যাত মনোবিদ কার্ল ইয়ুং বলেন যে, আর্কিটাইপের প্যাটার্নের জন্যই প্রাচীন সময় থেকে যে সব লোকসাহিত্য মানুষের মুখে মুখে তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি বলেন, আর্কিটাইপ হল -

> 'The contents of the personal unconscious are chiefly the feeling-toned complexes, as they are called; they constitute the personal and private side of psychic life. The contents of the collective unconscious, on the other hand, are known as archetypes.'[ii]

বাংলায় আর্কিটাইপের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয় - 'প্রত্নরূপকল্প', 'আদিরূপ' বা 'আদিকল্প'। লোকসাহিত্যের পরম্পরা মেনেই বাংলাতেও লোকসাহিত্যের গল্প, গান, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধাঁ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে মানুষের মুখে মুখে। মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য প্রকরণ মঙ্গলকাব্য আমরা লিখিত ভাবে পাই। তবে এর সূচনা হয়েছিল মৌখিক সাহিত্য রূপে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান মঙ্গলকাব্যের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যের দেব দেবী (মূলত দেবী) প্রথমে পূজিত হতেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে। চণ্ডী অরণ্যের দেবী, তার প্রথম পূজা 'অরণ্যচারী-সমাজে', ক্ষমতাশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে চণ্ডী পূজিতা হয়েছেন অনেক পরে। চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় 'অরণ্যকুমারী'দের কাছ থেকেই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা জানতে পেরেছিল খুল্লনা। ধনপতি দেবীর মাহাত্ম্যে সিংহল থেকে ফিরে এলে তার পর চণ্ডীর পূজা করতে সম্মত হয়।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের কাহিনীতে দেখা যায় যে, প্রথমে মনসার পূজা প্রচলন হয় রাখালদের মধ্যে। সামাজিক বিন্যাসের দিক দিয়ে এবং বয়সের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই রাখালরা প্রান্তিক। তারপর জালু- মালুর মা নিছনি মনসার বারা পূজা করে। নিছনির কাছ থেকে সনকা মনসা পূজার কথা জানতে পারে। সাপ থেকে বাঁচতে মনসা, 'হারানো প্রাপ্তির দেবতা' চণ্ডী, অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা, বাঘ থেকে রক্ষার জন্য দক্ষিণ রায়। মঙ্গলকাব্যের যে দেব-দেবীই তিনি হোন্ না কেন, তাঁর আরাধনা প্রথমে শুরু হয়েছে সমাজের নিরক্ষর, নিম্নবর্গের মানুষের মাঝে। এঁরা লেখা পড়া জানতেন না মৌখিক কাহিনী তাঁদের কল্পনা, বিশ্বাস ও মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী গড়ে উঠেছিল মৌখিক পরম্পরায়; অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন -

> 'লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ব্রতকথা হইলেও লোক-কথা (folk-tale)-র বহু বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে' [iii]

পরবর্তী সময় যখন সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই দেব-দেবীরা তথাকথিত উচ্চসমাজে বা বলা যায় ক্ষমতাবান সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে লাগল তখন তাঁদের মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী লিখিত আকারে গ্রন্থিত হল। মঙ্গলকাব্য যখন লিখিত রূপে প্রকাশিত হল তখন লোক মুখে গড়ে ওঠা কাহিনীর সাথে দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরাণিক নানা প্রসঙ্গ যুক্ত হল। যদিও মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের লিখিত একটি সাহিত্য প্রকরণ, তবু কাহিনীগুলি গড়ে ওঠার আদি পর্বের ইতিহাস হল সমষ্টিগত মৌখিক পরম্পরা, তাই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লোকসাহিত্যের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইয়ুং বলেন, আর্কিটাইপ গড়ে ওঠার অন্তরালে কাজ করে কালেকটিভ আনকনসাস্। দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতা, মনোভাব, কল্পনা ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে এই ইউনিভার্সাল

আনকনসাস্। গোষ্ঠী মানুষের মধ্যে এটি অবচেতনে ক্রিয়াশীল। একক ব্যক্তি মানসের দ্বারা এটি গড়ে ওঠে না।

'ইনডিভিজুয়াল আনকনসাস্'-এ মূলত ব্যক্তির একক জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার নিজস্ব অবচেতনের ক্ষেত্রটি নির্মিত হয়। অপরদিকে 'কালেকটিভ আনকনসাস্'-এ অবচেতনের পরিসরটি গড়ে ওঠে সমষ্টিগতভাবে। কিন্তু যেহেতু দীর্ঘ দিন ধরে, বহু মানুষের দ্বারা এটি গঠিত, তাই আর্কিটাইপের প্যার্টানে একক ব্যক্তির মনও সাড়া দেয়।

> 'A more or less superficial layer of the unconscious is undoubtedly personal . I call it the personal unconscious. But this personal unconscious rests upon a deeper layer, which does not drive from personal experience and is not a personal acquisition but is inborn .This deeper layer I called the collective unconscious . I have chosen the term 'collective' because this part of the unconscious is not individual but universal ; in contrast to the personal psyche, it has contents and modes of behaviour that are more or less the same everywhere and in all individuals. It is in other words, identical in all man and thus constitutes a common psychic substrate of a supapersonal nature which is present in everyone of us.' [iv]

সাহিত্য, লোককথা ও রূপকথার আর্কিটাইপ আমাদের কাছে দূরগত স্মৃতির রেশ বয়ে আনে। আর্কিটাইপের ফলে দেখা যায় সময় দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্যে একই ধরণের প্যাটার্ন উপস্থিত হচ্ছে এবং মানুষের মন দেশকাল নিরপেক্ষভাবে সেই আর্কিটাইপে সাড়া দিচ্ছে। মানুষ সমষ্টিগত অবচেতনার সাথে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি ,কল্পনা ও স্বপ্নের সংযোগ খুঁজে পায়।

কার্ল ক্রেন ও জুলিয়াস ক্রেন ঐতিহাসিক ভৌগলিক পদ্ধতির অবতারণা করেন। তাঁরা বলেন 'Archetype(ur-form)' হল মূল কাহিনী। এই কাহিনী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে রূপান্তর ঘটে। সেই স্থানভেদে পাঠান্তরিত কাহিনীকে তাঁরা নাম দিয়েছেন 'oikotype'। এই তত্ত্ব অনুসারে 'oikotype' পরিবর্তন হলেও কাহিনীর মৌলিক বিন্যাস, মূল ঘটনা ও অভ্যন্তরীণ কাঠামো অপরিবর্তনীয় থাকে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে আমরা পাই অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ টমসনের টাইপ ও মোটিফ তত্ত্ব।

মানব সভ্যতায় সর্বজনীন অভিজ্ঞতা একই ধরনের রূপলাভ করে। লোকসাহিত্য বিশারদরা অনুমান করেন, যে গল্পগুলির মধ্যে আমরা সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি সেই গল্পগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার এটাও সম্ভব কাহিনীগুলি আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে উঠেছে। কাহিনীগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠলেও যেহেতু মানুষের প্রাথমিক মানসিক গঠন এক তাই, গল্পগুলির মধ্যে মানুষের সর্বজনীন মনোভাব প্রকাশিত। আর্কিটাইপ এর মধ্যে অন্যতম হল - 'journey', 'the fall', 'death and rebirth', 'battle between good and evil' ইত্যাদি। মোটিফ পদ্ধতি অনুসারে 'মৃত্যু'(Death) চিহ্নিত করা হয় 'E'(E0-E2799) দ্বারা। অসাধ্যসাধন (Adventure)-একে চিহ্নিত করা হয় 'F'(F0-F2799) দ্বারা। টাইপ পদ্ধতিতে মৃত্যুকে নির্দেশ করা হয়েছে C.346 দিয়ে, পুনর্জন্ম হল 135.E.600। টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সে নানা ঘটনাকে এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

জন্ম ও মৃত্যু আদিকাল থেকেই মানুষের কাছে অত্যন্ত রহস্যময়। জন্মের মাধ্যমে সূচনা আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছেদ। এই আবর্তনকে বোঝার জন্য, একে নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা। জন্ম ও মৃত্যু,

তারপর আবার মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার দুর্নিবার ইচ্ছা পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোককথা ও গল্পে বার বার উপস্থিত হয়। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন -'লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন-লাভ লোক-সাহিত্যের একটি সাধারণ বিষয়। পাশ্চাত্য লোক-শ্রুতিবিদ্গণ ইহাকে resuscitation motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।'[v]

এ ছাড়াও ভারত, মিশর, গ্রীক ইত্যাদি পুরাণে ও লোককথার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর বিষয়টি বহুবার উপস্থিত। জাতকের গল্পে ভগবান বুদ্ধের বার বার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন লক্ষ করা যায়। গ্রীক শস্য দেবতা ডায়োনিসাসের মৃত্যু ও পুনর্জন্মলাভ। গ্রিম ভাইদের রূপকথায় স্লিপিং বিউটি মারা যাবার পর আবার বেঁচে ওঠে। মার্কিনদেশের গল্পে পুনর্জীবনের মোটিফ আছে 'Enchanted prince' গল্পে, - 'At the prince's birth it is prophesied that he will meet his death from a serpent.' [vi] পুনরুজ্জীবন, নবজীবন লাভ, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে আবার আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখা করা হয়েছে যেমন – 'Metempsychosis', 'Reincarnation', 'Resurrection', 'Rebirth', 'Participation in the process of transformation' ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলকাব্যে এই পুনর্জীবনের ঘটনার ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনার বিদ্যা জানা আছে ওঝা ধন্বন্তরির। চাঁদকে দুর্বল করার জন্য তাই আগে প্রয়োজন ধন্বন্তরির মৃত্যু। মনসা তাই ছলনার আশ্রয় নিয়ে আগে ধন্বন্তরিকে হত্যা করে। ধন্বন্তরির বিদ্যার ফলে মৃত্যু এবং পুনর্জীবন, এই চক্রের আবর্তন হচ্ছিল। সেই চক্রের মধ্যে থেকে পুনর্জীবনকে স্তব্ধ করে মনসা হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাপের দেবী হয়ে মনসার যে সীমাবদ্ধতা ছিল, ধন্বন্তরির মৃত্যুর ফলে সেই গণ্ডী অতিক্রম করে সে হয়ে উঠল মৃত্যুর প্রতীক।

এই পুনর্জীবন লাভের বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে যখন চাঁদের অন্য পুত্রবধূদের পথ অনুসরণ না করে বেহুলা স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য গাঙুরের জলে ভেসে যায়। বেহুলা শুধু লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে গেল তা নয়, যাবার সময় তার সতীত্বের অহঙ্কারে দিয়ে গেল নানা অশ্বাস ও ফিরে আসার প্রত্যয়ের চিহ্ন স্বরূপ বলে গেল-

কড়ার তৈলেতে দীপ ছমাস জ্বলিবে।
তবে সে জানিবে মনে লখীন্দর জীবে।।
সিজানা ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত বসিয়া পাবে ঘরে।।

এখানে শুরু হয় আর একটি ক্লাইমেক্স। মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফেরাতে গেলে এমন একজনকে চাই যে জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ কর্তা। বেহুলা গাঙুরের জলে ভেসে যেতে যেতে দেখে নেতা ধোপানীকে। কাপড় কাচার সময় নেতার ছেলে বিরক্ত করছিল বলে নেতা তাকে মেরে রাখে। আবার কাজ হয়ে গেলে জীবন ফিরিয়ে দেয়। জীবন ও মৃত্যু মানুষের সবচেয়ে জটিল ও প্রাচীন সমস্যা, যা সে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে অথচ ব্যর্থ হয়েছে বারবার। বহুকাঙ্খিত ক্ষমতার কী নিদারুণ অপব্যবহার, কী চরম অবহেলা! বেহুলা নেতার সাহায্যে স্বর্গে গিয়ে লখিন্দরের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলে। চাঁদের বাকি ছয় পুত্রেরও প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তখন দেখা যায় দীপ জ্বলছে, সিদ্ধ ধান থেকে গাছ হয়েছে ও ময়ূর বেঁচে উঠেছে।

বেহুলার স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার এই কাহিনী যে কেবল পুনর্জীবনের কথা বলে তাই নয়। এই কাহিনীতে আমরা পাই এক যাত্রাপথের আখ্যান। বাংলা সাহিত্যে নারীর যাত্রাপথের কথা আছে মূলত অভিসারের প্রেক্ষিতে ('মহুয়া পালা', 'লোরচন্দ্রাণী' প্রভৃতিতে অমরা ভিন্ন চিত্রও পাই)। যাত্রা লোককথার জগতে একটি সাধারণ বিষয়। ওডিসিতে ইউলিসিসের যাত্রা, রূপকথার 'hero's journey' ইত্যাদি নানা কাহিনীতে যাত্রা পথের কথা আছে। মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই একই ধারণার পুনরাবৃত্তি। সমুদ্রযাত্রা মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রযাত্রাগুলির মধ্যে অন্যতম হল চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা। যাত্রার প্যাটার্নের মধ্যে শুধু সমুদ্রযাত্রা পড়ে এমনটা নয়, তবে বাংলা মঙ্গলকাব্যে জলযাত্রারই প্রাধান্য।

বেহুলার যাত্রা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য যাত্রা। তাই একে 'quest for love' বলা যেতে পারে। টাইপ পদ্ধতি অনুসরণ করে একে 'অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য অসাধ্যসাধন'(4 6 0 -499) এর মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যায়। চাঁদ আর ধনপতির যাত্রা হল বাণিজ্যযাত্রা। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করেছিল। ফলে তার সমুদ্রযাত্রা অনেক বেশি ঘটনাবহুল ও জটিল। ধনপতি রাজার আদেশে সিংহলে গিয়ে নিজেকে এবং তার দুই স্ত্রী ও পুত্র শ্রীমন্তকে অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। শ্রীমন্তর সিংহলযাত্রা এই দুর্ভাগ্য থেকে সকলকে মুক্ত করার জন্য যাত্রা। বেহুলার যাত্রা এদিক থেকে দেখতে গেলে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনার দুঃসাহসিক ভয়ঙ্কর এক অভিযান। বেহুলার মতোই প্রেমের সন্ধানের কথা আছে 'psychis' ও 'cupid' এর গল্পে। 'psychis' তার প্রেমিক 'cupid'-কে ফিরিয়ে আনার জন্য দুর্গম স্থানে যায় - 'psychis voyage to the underworld'। Joseph Campbell একে অভিহিত করেছেন - 'One of the best known quest for her lost lover' [vii] হিসেবে।

গাঙুরের জলে কলার মান্দাসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বিপদ সংকুল জলপথে ভেসে যায় বেহুলা। তার যাত্রা সমুদ্র যাত্রা নয়। নদীর যে মিষ্টি জলে মাটি সজীব ও উর্বর হয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে, সেই জলে তার বয়ে চলা। জলকে প্রচীন কাল থেকেই পবিত্রতা, জীবন ও পুনরুজ্জীবনের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। বৃষ্টির জলে নদী পুষ্ট হয়, মাটি সরস হয়, বীজ থেকে গাছ হয়, শস্য হয়। প্রকৃতির এই চক্র মানুষকে জল ও প্রাণের সংযোগের ঈঙ্গিত দিয়েছে। জলে ভেসে যাবার সময় বেহুলা নানা বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। নানান প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তারপর সে তার স্বামীর প্রাণ ফিরে পায়।

যাত্রা শেষে নায়ক ফিরে আসে নিজের স্থানে, নিজের পুরনো জীবনের মধ্যে। যাত্রা পথে সে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। প্রতিকূল ঘটনা, বিপর্যয়ের ফলে নায়ক শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার দ্বারা জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর ও পরিণত হয়ে ওঠে। বেহুলার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে তৎকালীন সংস্কার অনুসারে কূলবধূর মর্যাদা রক্ষার যে ট্যাবু তা ভঙ্গ করে সে স্বর্গে দেবতাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করে তাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। এতে ক্ষুন্ন হয় তার আত্মমর্যাদা। কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রাণ বাঁচনোর জন্য বাধ্য হয়েছিল স্বর্গে নৃত্য পরিবেশন করতে। এই নৃত্য পরিবেশন তার ভালোবাসা ও সতীত্বের প্রমাণ স্বরূপ বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জন্যই বাঙ্গালী সমাজের কাছে বেহুলা সতীত্বের প্রতীক হিসেবে সম্মানিত। কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও সত্যি যে এই নৃত্য পরিবেশন তার আত্মমর্যাদাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী সময় আধুনিক সাহিত্যে যখন মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে

দেখা হল তখনও বেহুলার মানসিক দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করা হল। অধিকাংশক্ষেত্রেই নৃত্য পরিবেশনের জন্য বেহুলার মানসিক ক্ষতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে বেহুলা বলেছে – "আমি আর সে বেহুলা নই .."[viii] আবার জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় কবি বলেছেন –

'ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কঁদেছিল পায়।'[ix]

বেহুলার এই আত্মিক দ্বন্দ্বকে এখানে ক্ষত বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যাত্রাপথের বহু ঘটনার মধ্যে থেকে এই বিষয়টি বেহুলার সত্তাকে ভিন্ন মাত্রা দান করে।

জীবনের মূল কিছু অভিজ্ঞতা দেশকাল নিরপেক্ষভাবে সব মানুষের মধ্যে আছে। আর্কিটাইপের ধারণাগুলি প্রতিফলিত করে 'universal unconscious'কে, আর 'personal unconscious' - এর সাহায্য ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না 'collective unconscious'। তাই লোককাহিনীর ঘটনা ফিরে ফিরে আসে আর তার বাহ্যিক গঠন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বদলে যায়। কিন্তু অর্ন্তগঠনে দেখা যায় সার্বজনীন প্যাটার্ন। শুধু কাহিনীতে নয়, বাস্তব জীবনেও সার্বজনীন প্যাটার্ন থাকতে পারে। ব্যক্তি মানবের জীবনকেই প্রতিফলিত করে সাহিত্য।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কাব্যের প্রারম্ভে নিজের জীবনের কাহিনী বলেছেন। এবং সেই সূত্রে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির কথাও অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। কবির জীবনের কাহিনীর সাথে আমরা পেয়ে যাই তৎকালীন সময়ের চিত্র। এই চিত্রে কল্পনার রঙিন কাঁচ নেই। 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অংশে অত্যন্ত সাদামাটা কয়েকটি তথ্যের মাধ্যমে 'সহৃদয় পাঠক' অনুভব করে কবির সংকট।

কৃষিজীবী এক 'ব্রাহ্মণ' রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতার শিকার হয়ে তার পূর্বপুরুষের ভিটে দামিন্যা ছেড়ে পাড়ি দেন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অজানা ভাগ্যের দিকে। নানা কারণে নায়ক যাত্রা করেন যেমন- অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তির জন্য যাত্রা, প্রেমের সন্ধানে যাত্রা, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণের যাত্রাকে বলা যায় 'The epic journey to find the promised land to found the good city' অথবা 'The quest to rid land of danger'। তাঁর যাত্রা একধারে 'ভাগ্যের খোঁজে যাত্রা' (460 B)। আবার সেই ভাগ্যের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁকে পাড়ি দিতে হয় অজানা বিপদসংকুল পথ। তাই কবির এই যাত্রাকে 'অজানা পথে যাত্রা' (465 A) - এর মধ্যেও অন্তর্গত করা যায়। বিপদসঙ্কুল আশ্রয় ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কবির যাত্রা। সেই যাত্রা শেষে কবি নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পান 'ব্রাহ্মণ ভূমি' আড়রা। সেখানে তিনি নিজের পাণ্ডিত্যের দ্বারা রাজা বাঁকুড়া রায়ের কাছে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই যাত্রাপথের যে বিবরণ আমরা পাই, যে প্রতিকূলতার কথা তিনি বলেন তা লোককাহিনীতেও দেখা যায়। লোককাহিনীতে দেখা যায় নায়ককে কাঙ্খিত স্থানে যাবার পথে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়।

কবি মুকুন্দর দামিন্যা ছেড়ে আড়রায় যাত্রা কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয়। লোককথার মতন এই কাহিনী বহুজনের মুখে মুখে গড়ে ওঠেনি। বহুজনের অভিজ্ঞতার নির্যাসের সংমিশ্রণ এই কাহিনীর মধ্যে নেই। 'collective unconscious' এর দ্বারা নির্মিত নয়, এটি কবির ব্যক্তিগত, নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা। ইয়ুং যাকে বলেছেন সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ, তা আসলে নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস দ্বারা একত্রিত হয়ে,

দীর্ঘদিনের প্রেক্ষিতে তৈরি হয় ('collective unconscious')। অথবা বলা যায় বহুদিন ধরে বহু মানুষের 'personal unconscious' এর দ্বারা পুষ্ট হয় 'collective unconscious'। লোককাহিনী বা গল্পে বিশ্বজনীনতা আছে। আবার, এই কাহিনীগুলিতে মানব জীবনও প্রতিফলিত হয় আসলে এরা একে অন্যের পরিপূরক। সাহিত্যে মানব জীবন যেমন রয়েছে তেমনি জীবনের অভিজ্ঞতাতেও আমরা দেখি সাহিত্য, পুরাণ, লোককথার কাহিনীর আভাস ও কথিত গল্পের পুনারাবৃত্তি। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে তাই বলা হয় – *'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। / তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।'* সাহিত্যের অভিজ্ঞতা নিজের তবু নিজের নয়। সাহিত্য দেশ ও কালের ব্যবধানকে অস্বীকার করে পাঠকের কাছে এসে দাঁড়ায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দামিন্যা ছেড়ে যাবার কাহিনী যেহেতু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাই এতে 'collective unconscious' নেই, কিন্তু যে 'identical in all man and thus constitutes a common psychic substrate of a suparpersonal nature which is present in everyone of us.'[x] সেই সমষ্টিগত অবচেতনার দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ প্রভাবিত। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কবিকঙ্কণের যাত্রায় আমরা পাই লোককাহিনীর মতনই যাত্রার আদিকল্প, টাইপ বা মোটিফের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদান।

কবি তাঁর স্ত্রী, শিশুপুত্র, ভাই রামনাথ ও দামোদর নন্দীকে নিয়ে দামিন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে তাঁকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। ভেলিঙ্গা গ্রামের কাছে রূপরায় পথসম্বল ছিনিয়ে নেয় কিন্তু যাত্রার পথে বিপদের সাথে সাথে সাহায্যও তিনি পান। যদু কুণ্ডু তিলি তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন এবং কবিকে তিন দিন আশ্রয় দেন। টাইপ তত্ত্বের দিক থেকে একে 'অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারীণী (500- 559) বলা যায়। তারপরে মুড়াই বা মুণ্ডেশ্বরী নদী পেরিয়ে তেউট্যা গ্রামে উপস্থিত হন। দারুকেশ্বরে মাতুলালয়ে গঙ্গাদাসের সাহায্য পান। সেখান থেকে এক দিনের পথ পেরিয়ে কুচট্যা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে এক পুকুর পাড়ে শালুক নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করেন,

তৈল বিনা কৈল স্নান করিলু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে ।।
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।

পথশ্রমে ক্লান্ত কবি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেবী চণ্ডী মায়ের রূপে এসে তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করার জন্য নির্দেশ দেন। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ তাঁকে প্রশান্তি দেয়, বিপদের মাঝে সান্ত্বনা দান করে। এরপর শিলাই নদী পেরিয়ে তিনি আড়রায় পৌঁছান।

আদিকল্প যেহেতু আদি মননের প্রকাশ তাই তা বারে বারে ফিরে ফিরে আসে সাহিত্যে এবং বাস্তব জীবনে। কাহিনী যদি মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হত তাহলে তা সুদীর্ঘ সময় ধরে মানুষের আদরের সামগ্রী হয়ে অমলিন থাকত না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের যাত্রা এমনই একটি উদাহরণ যেখানে বাস্তবের অভিজ্ঞতায় প্রত্নরূপকল্পের বা আর্কিটাইপের উপস্থিতি দেখতে পাই।

নর্থট্রপ ফ্রায়ার তাঁর 'The Archetypes of literature' (1951) প্রবন্ধে মিথ ও আর্কিটাইপের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন - 'The myth in central informing power that gives archetypal significance to the ritual and archetypal narrative to the oracel. Hence the myth is the archetype'। মঙ্গলকাব্য ও লোককথার অন্তর্গঠনের মধ্যে সমধর্মীতা দেখা যায়। কাহিনীগুলির মধ্যে ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ইয়ুং এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও কাহিনীর সমধর্মীতাকে নানান তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের তত্ত্বগুলির মধ্যে দিয়ে কাহিনীর অর্ন্তবায়নের সাদৃশ্যর বিষয়টিকে লোকসংস্কৃতিবিদগণ সমর্থন করেছেন।

অ্যান্টি আর্নে টাইপ সূচির প্রবর্তন করেন। স্টিথ টমসন প্রতিটি টাইপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটিফ। এই মোটিফগুলি সম্মিলিত হয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। মোটিফের মধ্যে সমধর্মীতা দেখে সহজেই অনুভব করা যায় সারা বিশ্বজুড়ে একই ধরনের কাহিনীর উপাদান ছড়িয়ে আছে। স্টিথ টমসন তাঁর ছয় খণ্ড 'Motif-Index of Folk-Literature' বইয়ে মোট পাঁচ হাজারেরও বেশি মোটিফ নির্ধারণ করেছেন। ভ্লাদিমির প্রপ্ 'The Morphology Of The Folktale' গ্রন্থে রূপকথার অন্তর্গঠন বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন যে লোককথার গল্পের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের সমধর্মী কাহিনী, ঘটনার ক্রম, কথন পদ্ধতির অর্ন্তগঠনে সাদৃশ্য রয়েছে। বিষয়ের পার্থক্যকে তিনি বলেন 'variables' এবং ঘটনা ও কাহিনীর সাযুয্যকে বলেন 'constants'।

মঙ্গলকাব্যগুলির মূল ভিত্তি হল লোকমুখে গড়ে ওঠা কাহিনী। বহু দিন ধরে নানান কাহিনী, লোকাচার ব্রত, পুরাণের গল্প ও জনসাধারণের বিশ্বাসের দ্বারা মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাংলার সমাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা যেমন পাই তেমনি একটি জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির পরিচয়ও অমাদের কাছে উন্মিলিত হয়।

কাহিনী বা ঘটনার পুনরাবৃত্তি, ঘটনাক্রমে আবর্তন, সার্বজনীনতা, বিশ্বজনীনতা অথবা আদিকল্প যে নামেই বিশ্লেষণ করা হোক — এই বিষয়ে তাত্ত্বিকরা সহমত যে, লোকমুখে গড়ে ওঠা কাহিনীতে বিশ্বজনীন সমতা আছে। লোককথার মতই বিশ্বজনীন সমরূপ কাহিনীর কিছু উপস্থিতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও বর্তমান। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লোককথার নানান উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1) Jung , C.G. *volume 9 part 1 of the collective works of C. G. Jung , The Archetypes and the collective unconscious,* Princeton, NJ, Princeton University press, 1969, p. 5
2) Jung , C.G. *volume 9 part 1 of the collective works of C.G.Jung , The Archetypes and the collective unconscious,* Princeton, NJ, Princeton University press, 1969, p. 4
3) ভট্টাচার্য আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* প্রথম যৌথ প্রকাশ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেটলিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ৯৩
4) Jung , C.G. *volume 9 part 1 of the collective works of C.G.Jung, The Archetypes and the collective unconscious*, Princeton, NJ, Princeton University press, 1969, p. 3-4

5) ভট্টাচার্য আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* প্রথম যৌথ প্রকাশ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেটলিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ৯৩
6) আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* প্রথম যৌথ প্রকাশ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেটলিমিটেড ,২০১৫, পৃ .৯৬
7) Campbell, Joseph, *The Hero With Thousand Faces*, Commemorative edition 2004, USA, Princeton University press, 2004, p.89
8) শম্ভু মিত্র, *চাঁদ বণিকের পালা* ,ষষ্ঠ সং,কলকাতা,এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬, পৃ .১২১
9) দাশ জীবনানন্দ, *রূপসী বংলা,* ৩য় সং, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৭১, পৃ. ১২
10) Jung , C.G. *volume 9 part 1 of the collective works of C.G.Jung , The Archetypes and the collective unconscious*, Princeton, NJ ,Princeton University press, 1969, p. 4

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* প্রথম যৌথ প্রকাশ, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কো প্রাইভেটলিমিটেড, ২০১৫
২. দে কুমার আশিস্ ও রায় বিশ্বনাথ, *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি ১৯৯৬
৩. দাশ জীবনানন্দ, *রূপসী বংলা*, ৩য় সং, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৭১
৪. চট্টোপাধ্যায় তুষার, লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, কলকাতা, দে'জ, ২০০১
৫. মজুমদার দিব্যজ্যোতি, *বাংলা লোককথার টাইপ মোটিফ ইনডেক্স্,* কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৩
৬. সেনগুপ্ত পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১০
৭. চক্রবর্তী বরুণকুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৭
৮. মিত্র শম্ভু, *চাঁদ বণিকের পালা* , ষষ্ঠ সং, কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬
৯. নস্কর সনৎকুমার, *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী ধনপতি উপাখ্যান*, ১ম সং, কলকাতা, বিদ্যা, ২০১৫

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ:

1) Campbell, Joseph, *The Hero With Thousand Faces*, Commemorative edition 2004, USA, Princeton University press, 2004.
2) Jung, C.G. *volume 9 part 1 of the collective works of C.G.Jung , The Archetypes and the collective unconscious*, Princeton, NJ, Princeton University press, 1969.